তালাক

মানবজীবনের এক দুঃস্বপ্ন

মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান

সম্পাদনা

মাওলানা মাহমুদুল্লাহ

উস্তায, মারকাযুল কুরআন ঢাকা

তাখাসসুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

তামেদ

প্র কা শ

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

জরুরি কিছু কথা

আমরা এ বইতে যেসব শব্দ বললে তালাক হয়ে যায় বা হয় না, এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছি এবং তালাকের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তালাকের সমস্ত মাসআলা আলোচনা করিনি। যাতে একজন সচেতন পাঠক এই বইটি পড়ে সেসব কথা থেকে বাঁচতে পারেন, যা মুহূর্তেই একটি পরিবারকে বিচ্ছেদের অনলে পুড়িয়ে ফেলে। এ ছাড়া তালাকের ব্যাপারে আমাদের ভেতরে যে জানার কমতি রয়েছে, সেটাও যেন দূর হয়ে যায়।

বিবাহিত মুসলিম নর-নারীর জন্য এসব মাসআলা জানা আবশ্যক বিধায় আমরা এ বইটি সংকলনের প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। কিন্তু তালাকের মাসআলা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শরীয়তের আহকামের মধ্যে তালাকের অধ্যায় বেশ বিস্তৃত এবং জটিলই বলা যায়। নিয়ত বা শব্দের সামান্য হেরফেরে পুরো মাসআলাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

কারও জীবনে যদি তালাকের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো, কোনো অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে বিস্তারিত খুলে বলা। তিনি সব শুনে এর শরয়ী সমাধান দেবেন। লিখিত উত্তরের প্রয়োজন হলে সাদা পৃষ্ঠায় হুবহু ঘটনা বিস্তারিত লিখে জমা দেয়া। এরপর মুফতী সাহেব দলিলসহ লিখিত উত্তর দেবেন। অনলাইন মেসেজ বা ফোনের মাধ্যমে তালাকের মতো নাজুক ঘটনা বিষয়ের সমাধান জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ এতে পুরো ঘটনা সামনে থাকে না। অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যায়। এমনিভাবে এ বই দিয়ে তালাকের ফতোয়া দেয়া বা এর ওপর ভিত্তি করে নিজে আমল শুরু করে দেয়া যাবে না।

সূচিপত্র

তালাক : মানবজীবনের একটি দুঃস্বপ্নের নাম ৯

তালাকের ভয়াবহ পরিসংখ্যান ১২

তালাকের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা ১৬

স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাওয়া ১৮

মনোমালিন্যের সমাধান বিচ্ছেদ নয় ২০

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের কয়েকটি নির্দেশনা ২৫

তালাকের প্রকারভেদ ৩৯

তালাক-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়েল ৪১

ইদ্দত ৫৯

ইদ্দতের সময়কাল ৬৪

খোলা তালাক ৬৯

জালেম স্বামী থেকে আলাদা হওয়ার উপায় ৭১

তাফবীযে তালাক প্রসঙ্গ ৭২

কোর্ট থেকে তালাক গ্রহণ ৭৪

ডিভোর্স ৭৫

কাবিননামার ১৮ নং ধারা এবং এ-সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি ৭৯

তালাক

মানবজীবনের একটি দুঃস্বপ্নের নাম

‘তালাক’ মানুষের জীবনে একটি তিক্তকর অধ্যায়ের নাম। কোনো মানুষ তার পালিত বিড়ালকেও হারাতে চায় না। চায় না তার ও বিড়ালের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাক। অথচ মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তার জীবনের সুন্দর একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় অনায়াসেই! যে মানুষটার সাথে সারা জীবন থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ‘কবুল’ শব্দটি উচ্চারণ করেছিল, যে মানুষের সাথে বছরের পর বছর সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলো ভাগাভাগি করল, ঠুনকো এক কারণে ‘তালাক’ শব্দের দ্বারা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলে কী অনায়াসেই!

আমি যে বছর ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলাম, সে বছর বিভিন্ন মানুষের জিজ্ঞাসিত প্রচুর মাসআলার সমাধান বের করতে হয়েছিল। বেশির ভাগ মাসআলা ছিল তালাক-সংক্রান্ত। একবার পুরোনো এক তাবলীগের সাথির আহলিয়া তালাকের মাসআলা লিখে জমা দিয়েছিলেন। আমি সেই মাসআলা নিয়ে টানা একমাস ঘাঁটাঘাঁটি করে যখন দেখলাম, তিন সন্তানের এই দম্পত্তির বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, পুনরায় ঘর-সংসার করার সুযোগ নেই, তখন চোখ থেকে টপটপ করে পানি ঝরেছিল।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংসার তাদের। দ্বীনদার পরিবার। বিবিও আলেমা। কিন্তু ঝগড়ার মুহূর্তে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এমন একটি বাক্য বলে ফেলেছেন, যার ফলে তারা পরস্পর সারা জীবনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছেন। ফতোয়া নিতে যখন মহিলা আবার এসেছিলেন, তখন বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, হুজুর, আমার উনার সাথে থাকতে পারব তো? আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম বাসায় গিয়ে ফতোয়া পড়ে নেবেন।

বছরের শেষের দিকে আর কোনো তালাকের মাসআলার উত্তর দিতে চাইতাম

তালাকের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

বিয়ের পর অনেক নারী-পুরুষ তালাকের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যান। কেউ এ ধোঁকায় পড়েন নিজ পরিবারের মাধ্যমে। স্ত্রীকে হয়তো ছেলের পরিবারের পছন্দ হয়নি, অথবা অন্য কোনো ঠুনকো কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলেকে চাপ দেয়া হয়, সে যেন দ্রুতই এ 'আপদ' ঘর থেকে দূর করে। অথচ যারা এখন এমন কাজের জন্য চাপ দিচ্ছে তারাও একসময় অন্যের ঘরে বউ হয়ে এসেছিলেন, তারাও একসময় অন্য পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন।

আবার কখনো এই ধোঁকা দেয়া হয় বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো মনোমালিন্য হলেই তারা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এগুলো শেয়ার করেন। তখন কোনো বন্ধু এই পরামর্শ দেয়, ছেড়ে দে দোস্ত। তোর জন্য কি মেয়ের অভাব আছে? তোর চেহারা, সম্পদ সবই আছে। আবার কখনো মেয়েকেও বলা হয়, তোর পেছনে এখনো অনেক ছেলে লাইন দিয়ে বসে আছে। যেভাবে হোক এই ছেলে থেকে ছুটে আয়। মাসে তোর পেছনে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে না, এ আবার তোকে সারা জীবন বউ করে রাখবে কী করে!

এমন অসংখ্য ধোঁকায় পড়ে স্বামী-স্ত্রীর তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ঘটনা আমাদের সমাজে প্রচুর রয়েছে।

মাথায় রাখা উচিত, তালাক কোনো ছেলেখেলা নয়। এটা মানুষের জীবনে নেয়া সবচেয়ে ভয়ংকর সিদ্ধান্ত। আমার পরিচিত এক লোক সদ্য বিয়ে করেই চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাত্রই তো বিয়ে করলেন, স্ত্রীকে রেখে বিদেশে থাকতে পারবেন? তার জবাব ছিল এ রকম, পারব, সমস্যা নেই। টাকার জন্য সবই পারা যায়। আর স্ত্রী যদি থাকতে না পারে তাহলে তালাক দিয়ে দেব। বিদেশ থেকে আসার পর মেয়ের অভাব পড়বে না।

কী সুন্দর অবলীলায় বলে দিলেন তালাকের কথা। সমস্যাটা আসলে তার একার

স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাওয়া

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক নারী স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসেন। অথচ বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার ব্যাপারে বড় ধরনের ধমকি এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

'যে নারী তার স্বামীর কাছে বিনা কারণে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম।'[৩]

সম্প্রতি পরকীয়ার যে বিস্তার, এতে যেমন পুরুষের অপরাধ আছে তেমনি আছে নারীরও। দেখা যাচ্ছে এক নারীর দ্বারাই অন্য নারীর সংসার ভাঙছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী খুবই প্রাসঙ্গিক। জামে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.

'কোনো নারী যেন তার বোনের (অপর নারীর) হিস্যা নিজের পাত্রে উপুড় করে নেয়ার জন্য তালাকের ফরমায়েশ না করে।'[৪]

প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজের পাতে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। অন্যের পাতে যা আছে তা-ও নিজের পাতে নিয়ে নেয়ার মতো লোভী মানসিকতা কোনো ভদ্র মানুষের হতে পারে না। উপরন্তু যখন ওই নারীটিও একজন নারী, একজন মুসলিম, দ্বীনী বোন।

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২০৫৫
৪. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৯০

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের কয়েকটি নির্দেশনা

প্রথম পদক্ষেপ

স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখে উত্তেজিত হবে না এবং ঝগড়া-বিবাদের পথ অবলম্বন করবে না; বরং নিজেকে সংযত রাখবে এবং স্ত্রীকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বোঝাতে থাকবে। স্ত্রীর প্রতি মায়া-মুহাব্বত প্রকাশ করে তার মন গলানোর চেষ্টা করবে। স্ত্রী কোনো ভুল ধারণায় থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর এই মহৎ আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে স্বামীভক্ত বানিয়ে ফেলে তাহলে একটি সুখী পরিবার রচিত হবে এবং স্বামী অন্তর্জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে। আর স্ত্রী অবাধ্য থাকার কারণে যে গুনাহে লিপ্ত ছিল তা থেকে সে পরিত্রাণ পাবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

যদি প্রথম পদক্ষেপ বিফলে যায় তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো :

স্ত্রীর ব্যবহারে রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য স্বামী স্ত্রীর সাথে একত্রে রাতযাপন করা থেকে বিরত থাকবে। স্ত্রীর ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দেবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা সাধারণ একটি শাস্তি, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সর্বোত্তম সতর্কবাণী। স্ত্রী যদি এতেই সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে দাম্পত্য-জীবন সুখের হবে। অশান্তি-পেরেশানী দূর হবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ

উল্লেখিত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও কোনো কাজ না হলে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে শরীয়ত স্ত্রীকে হালকা শাসন, হাত উঠানোর অনুমতি দিয়েছে। তবে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে নয়; বরং অন্তরে মুহাব্বত পোষণ করে বাহ্যিকভাবে স্ত্রীকে

ইদ্দত

ইদ্দত অর্থ গণনা। অর্থাৎ তালাক কিংবা মৃত্যুর পর নির্ধারিত দিন গণনা করা। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়িতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না, এমনকি বিবাহের প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারে না, তাকে 'ইদ্দত' বলে।[৮৯]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ

'তোমরা (ইদ্দতের) নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করার সংকল্পও করো না।'[৯০]

তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা মহিলার জন্য স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। বিশেষ ওজর ব্যতীত স্বামীর বাড়ি ছাড়া বাবার বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে ইদ্দত পালন করা জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

'তাদেরকে (ইদ্দতরত মহিলাকে) তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না। আর তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।'[৯১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৮৯. ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৫৫২
৯০. সূরা বাকারা, (২) : ২৩৫
৯১. সূরা তালাক, (৬৫) : ১

ইদ্দতের সময়কাল

১. প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ঋতুস্রাব (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হলে তার জন্য ইদ্দতের সময়কাল হলো, সে যে পবিত্রতায় আছে তা থেকে পূর্ণ তিন মাসিক (ঋতুস্রাব) শেষ হওয়া পর্যন্ত। তিন ঋতু শেষ হলে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে এর আগে অন্যত্র বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

> ‘তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেরা তিন কুরু (অর্থাৎ তিন মাসিক ও ঋতুস্রাব) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।’[১০২]

২. মাসিক (ঋতুস্রাব) হয় না (অর্থাৎ নাবালেগা) এমন ছোট মেয়ে তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

> ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুমতী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাকো এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস।’[১০৩]

৩. মাসিক (ঋতুস্রাব) হয় না এমন বৃদ্ধা মহিলা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তারও ইদ্দত হলো তিন মাস। এ সময়ে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে

---

১০২. সুরা বাকারা, (২) : ২২৮
১০৩. সূরা তালাক, (২) : ৪

জালেম স্বামী থেকে আলাদা হওয়ার উপায়

শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেয়ার অধিকার শুধু স্বামীর রয়েছে। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার দেয়, তাহলে স্ত্রীও তালাক নিতে পারবে। কোনো জালেম স্বামী যদি স্ত্রীকে জুলুমের পাশাপাশি হক থেকেও বঞ্চিত রাখে এবং তাকে তালাক দিয়ে মুক্তিও না দেয়, তাহলে এর সমাধানও শরীয়ত রেখেছে।

আমাদের দেশের বিয়ের কাজীগণ সাধারণত কাবিননামার ১৮ নং অনুচ্ছেদে কিছু শর্তে অথবা শর্তহীনভাবেই স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে স্বামীর স্বাক্ষর নিয়ে নেন। সুতরাং কোনো মহিলা চাইলে এই অধিকার প্রয়োগ করে জালেম স্বামী থেকে নিস্তার পেতে পারেন।

আর যদি এমন সুযোগ না থাকে, অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাকের অধিকার না দেয়, তাহলে স্ত্রী তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবে। এতেও যদি স্বামী তালাক দিতে না চায়, তাহলে মোহরের টাকা মাফ করে দিয়ে অথবা অন্য কোনো বিনিময়ে খোলা তালাক নেয়ার চেষ্টা করবে। এতেও যদি স্বামী রাজি না হয়, তাহলে সেই নারী তার অভিভাবকদের মাধ্যমে মুসলিম কোর্ট বা মুফতী বোর্ড অথবা মুসলিম পঞ্চায়েতের কাছে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করবে। এরপর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত পেলে স্বামীর কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেবে যে, আর যদি সে স্ত্রীকে জুলুম করে অথবা হক আদায় না করে, তাহলে স্ত্রী তালাকের অধিকার পাবে। যদি স্বামী এই অঙ্গীকার করতে রাজি না হয় তাহলে উপস্থিত তার থেকে তালাক আদায়ের চেষ্টা করবে। যদি সে এতেও তালাক দিতে সম্মত না হয়, তাহলে সেই মুসলিম বিচারক বা মুফতী বোর্ড অথবা মুসলিম পঞ্চায়েত তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবে।

আমাদের দেশের বিয়ের কাজী যদি আইনতভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ করলে তা কার্যকর হবে, অন্যথায় কার্যকর হবে না।[১২০]

---

১২০. সূরা নিসা, (৪) : ৩৪; সূরা বাকারা, (২) : ২২৯; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৬৬; সুনানে আবু

ডিভোর্স

ডিভোর্স (Divorce) এর আভিধানিক অর্থ, বিবাহ-বিচ্ছেদ। এটি তালাকের ইংরেজি প্রতিশব্দ। আমাদের সমাজের প্রচলন অনুযায়ী এটি তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ, অর্থাৎ এই শব্দটি কেবল তালাকের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে ডিভোর্স দিলাম, তাহলে এতে তালাকে রজয়ী পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ত থাকা আবশ্যক নয়।

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিধান

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধান হলো, এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। নতুন করে বিবাহ পড়িয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ করে স্ত্রী চাইলে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে। যদি সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখানে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী মারা যায়, কিংবা ওই স্বামীর সাথে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তাহলে ইদ্দত পূর্ণ করার পর সে চাইলে প্রথম স্বামীর সাথে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

> ‘অতঃপর যদি সে তালাক প্রদান করে, তাহলে এরপরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবে না।’[১২৩]

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস হওয়া শর্ত। শুধু দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহের চুক্তি যথেষ্ট নয়।

---

১২৩. সূরা বাকারা, (২): ২৩০